Released
28-6-1941

ফিল্ম কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়ার

সামাজিক চিত্রার্ঘ্য

প্রতিশ্রুতি

কথা, কাহিনী ও গান—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

পরিচালক—সুশীল মজুমদার

সোল ডিষ্ট্রিবিউটার্স

প্রাইমা ফিল্মস্ (১৯৩৮) লিঃ

গ্রাম ঃ রূপবাণী ঃ ফোন ঃ বি, বি, ১১৩ ঃঃ ৭৬-৩, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা

সুশীল মজুমদার

প্রযোজক

এম, জি, কাবরা

প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা

বি, এল, খেমকা

প্রধান যন্ত্রী—মধু শীল

কথা, কাহিনী ও গান

প্রেমেন্দ্র মিত্র

চিত্র-শিল্পী

জি, কে, মেহতা

শব্দ যন্ত্রী—অমরনাথ হাজরা

সুর-শিল্পী

কুমার শচীন দেব বর্ম্মণ

শিল্প-নির্দ্দেশক

ভূপেন মজুমদার

সম্পাদক

বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়

রসায়নাগারধ্যক্ষ

আর, বি, মেহতা

আলোক-নিয়ন্ত্রণ

সুরেন চ্যাটার্জ্জী

স্থির-চিত্র-শিল্পী—বি, ধর

রূপ শিল্পী—অভয় পদ দে

প্রচার শিল্পী—রমেশ দে

সহকারী

পরিচালনায় :

মণি ঘোষ

অমর দত্ত

সমর বন্দ্যোঃ

চিত্র শিল্পে :

বিনয় রায়

রাম সেন গুপ্ত

শব্দযন্ত্রে :

সত্যেন চ্যাটার্জ্জি

কামোদেশ্বর ভট্টাচার্য্য

ইন্দ্র রায়

সম্পাদনায় :

রবীন দাস

এস, কে, রহমন

সঙ্গীত পরিচালনায়

অমর দত্ত (টোপাবাবু)

পরিতোষ শীল

রসায়নাগার :

পূরণ শর্ম্মা

আলোক-নিয়ন্ত্রণে

কিশোরী রায়

তিনকড়ি

ব্যবস্থাপনায় :

রাজেন্দ্র সিং

:: ভূমিকা-লিপি ::

ছায়াদেবী	...	নির্ম্মলা
নরেশ মিত্র	...	উমানাথ
শীলা হালদার	...	অনিমা
ডি, জি,	...	শশীভূষণ
রমলা দেবী	...	বুলা
ছবি বিশ্বাস	...	পরিতোষ
রমা ব্যানার্জ্জী	...	মাধবী
প্রমোদ গাঙ্গুলী	...	বিজয়
রাজলক্ষ্মী	...	জমিদারের স্ত্রী
সত্য মুখোপাধ্যায়	...	আচার্য্যি ঠাকুর
মনোরমা	...	রাজীববাবুর স্ত্রী
জহর গাঙ্গুলী	...	গণেশ
নিভাননী	...	উমানাথের স্ত্রী
কানু বন্দ্যোঃ (এঃ)	...	বাড়ীওয়ালা
সন্ধ্যারাণী	...	লিলি
নৃপতি চ্যাটার্জ্জী	...	হারু খুড়ো
বিপিন গুপ্ত	...	জমিদার
জিতেন গাঙ্গুলী	...	রাজীব বাবু
জিবেন বোস	...	মিঃ হালদার

বীরেন ভঞ্জ, সিদ্ধেশ্বর মুখার্জ্জী, সুধীর মিত্র, কমলা অধিকারী, শান্তাকুমারী, হরিসুন্দরী (ব্ল্যাকি), সুধীর চক্রবর্ত্তী, প্রভাত চ্যাটার্জ্জী, প্রভৃতি।

কাহিনী • •

জমিদারের ছেলে বিজয় কোলকাতায় থেকে পড়াশুনা করে। ছুটিছাটায় গ্রামে এসে মন টিঁকতে চায় না, ছুটি না ফুরোতেই ফিরে যেতে চায়। মা ভাবেন ছেলের বয়েস হয়েছে বিয়ে দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। বিজয় কিন্তু সে কথা কাণেই তুলতে চায় না উপরন্তু বিয়ের কথা উঠলে চটে যায়। মা বলেন, "আচ্ছা তোকে বিয়ে করতে হবে না, কিন্তু আর দুদিন থেকে গেলে হত না, এখনও ত ছুটি আছে।"

ছোট বোন মাধবী ঠাট্টা ক'রে বলে "কেন তুমি মুখ ব্যথা করছ মা, দাদা এখন সহুরে হয়ে গেছে, দাদার গাঁয়ে মন টিকবে কি করে, এখানে কোথায় ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কোথায় চৌরুঙ্গী, একটা লেকও ছাই নেই—"

একদিন কিন্তু সহর গাঁয়ের কাছে হার মানে। গাঁয়ের পুরুতমশাইয়ের মেয়ে নির্ম্মলা। বিজয়ের ছেলেবেলাকার খেলার সাথী। শীকার করতে গিয়ে হঠাৎ তারি সঙ্গে দেখা। ফলে বিজয়ের গাঁয়ের প্রতি টানটা বেড়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে গ্রামে থেকে যেতে চায়ও। জমিদার বলেন "বেশ থাকো আরো কিছুদিন, তোমার পড়াশুনার ক্ষতি না হলেই হল।"

"না গাঁয়ের নির্জ্জনতায় পড়াশুনার সুবিধেই হচ্ছে।" বিজয় কিন্তু হয়ে বলে।

মাধবার কাছে লুকোনো নেই কিছুই, তাই সে বলে "নির্জ্জনতায় পড়াশুনার সুবিধে হচ্ছে, না নির্ম্মলার সঙ্গে দেখাশুনার।" কথাটা মায়ের কাণে তুলতেও মাধবা দেরী করে না। মা বলেন "কিন্তু ওরা যে ছোটঘর, উনি কি রাজি হবেন, জানিস ত বংশমর্য্যাদাই ওঁর কাছে সব চাইতে বড়।"

হল-ও তাই। বাপ শুনে বল্লেন "সুন্দরী আর ভাল মেয়ে হলেই চৌধুরী বংশের বৌ হওয়া যায় না" সেই সঙ্গে বিজয়কে কোলকাতায় ফিরে যেতে হুকুম করলেন, আর পুরুতমশাইকে ডাকিয়ে সে মাসের ভেতরেই মেয়ের বিয়ের জোগাড় দেখতে বলে দিলেন, কারণ ঘরে সোমত্ত মেয়ে বেশী দিন থাকা নাকি শোভন নয়।

বিজয় নিরুপায় হয়ে নির্ম্মলার কাছে ছুটে যায়, বলে "আমি সব কিছু ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত—এখন তোমার মনের কথাটি শুধু জানতে চাই।"

নির্ম্মল ছল ছল চোখে জানায় "আমার মনের কথা কি তুমি জান না, কিন্তু আমার কথায় কি এসে যায়, সব দিক থেকে আমাদের বাধা।"

"কোন বাধাই আমি মানব না" বিজয় জোরের সঙ্গে বলে, আর করেও তাই। গ্রামের কর্ম্মীবন্ধু পরিতোষের সাহায্যে রাতারাতি নির্ম্মলাকে লুকিয়ে বিয়ে ক'রে সে কোলকাতা রওয়ানা হয়।

খবরটা কিন্তু চাপা থাকে না। জমিদার ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁর বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী শশীভূষণকে ডেকে বলেন "বিজয় কি জানে না যে সূর্য্যশঙ্কর চৌধুরী তাঁর নিজের ছেলের অপরাধও ক্ষমা করে না।"

"হয়ত জানে বলেই লুকিয়ে বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছে।"

"ওর গ্রামে যাওয়া আমি বন্ধ করলাম—আর ওদের ভেতর যেন কোন চিঠিপত্রের আদান-প্রদান না হতে পারে সে ব্যবস্থাও তুমি করবে।

"বেশ যে রকম হুকুম করবেন—কিন্তু কুপথ্যি বন্ধ হলেই রোগ সারে না,—ওষুধও চাই—"

"তারও ব্যবস্থা করতে হবে।"

ওষুধও জোটে। জমিদারের পুরোণো বন্ধু রাজীববাবু! তাঁর তিনটি মেয়ে-ই বিবাহযোগ্যা। বাপ ছেলেকে সঙ্গে করে নিয়ে তাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন। মেয়ের মা বড় অণিমাকে পাত্রস্থ করবার উৎসাহে সকলের জীবন দুর্ব্বিসহ করে তুলেছিলেন, তাই এমন একটি সৎপাত্রের সম্ভাবনায় আরও বেশী উৎসাহিত হয়ে ওঠেন।

এদিকে গ্রামের কুৎসা-রটনাকারীর দল চুপ করে নেই। নির্ম্মলার সিঁথির সিঁদুর থেকে আরম্ভ করে তার অন্তঃসত্ত্বা হবার খবরটা রটে যেতে দেরী হয়নি। এই নিয়ে

বেশ রসালো করে ভালমানুষ পুরুতঠাকুরকে যেচে এসে অপমান করে যেতেও গাঁয়ের অকর্ম্মণ্য বৃদ্ধের দল কসুর করেনি। বিজয়ের গোপনে বিবাহ করার কথা বলতে গিয়ে পুরুতঠাকুর জমিদার মশাইয়ের কাছ থেকে অপমানিত হয়ে ফিরে এসেছেন। এদের একমাত্র আপনারজন পরিতোষও তখন জেলে।

জেল থেকে ফিরে এসে পরিতোষ বলে "তোমাদের এমন বিপদ জানলে আমি দেশোদ্ধারের জন্যেও জেলে যেতে পারতুম না। কিন্তু বিজয় ত সে রকম ছেলে নয়, একটা চিঠির জবাবও সে দেবে না এ কখনও হতে পারে না, আমি আজই যাচ্ছি কোলকাতায় তার সঙ্গে দেখা করতে।"

কিন্তু তখন নির্ম্মলার সহ্যের সীমা অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। বাপ-মার অপমান আর নিজের কলঙ্কের বোঝা বয়ে' গ্রামে আর সে মুখ দেখাতে রাজী নয়। সে বলে, "আমায় সঙ্গে করে তাঁর কাছে নিয়ে চল পরিতোষদা, নইলে গাঁয়ে ফিরে এসে আর আমায় দেখতে পাবে না।" পরিতোষ বলে "তাই ভালো তোদের দুজনকে মিলিয়ে দিয়ে আমার দায়ীত্ব অন্ততঃ শেষ হোক।"

কিন্তু ওরা যখন কোলকাতায় এসে পৌছয় তখন বিজয় রাজীববাবুর বাড়ীর সঙ্গে গেছে দার্জ্জিলিংএ বেড়াতে। নিরুপায় হয়ে ওদের একটা বস্তিতে স্থান নিতে হয় যতদিন না বিজয় কোলকাতায় ফিরে আসে।

এদিকে পরিতোষের সঙ্গে নির্ম্মলার চলে যাওয়ায় গাঁয়ের কুৎসাপ্রিয়দের রসনার নূতন খোরাক জোটে, আর সেই খবরটা ডাল-পালায় পল্লবিত হয়ে শশীভূষণের মারফৎ দার্জ্জিলিংএ বিজয়ের কাণে এসে পৌছয়। বিজয় ভেঙে পড়ে অণিমার বুকের ওপর, বলে "এখন তুমিই আমার আশ্রয়।"

তারপর অনেকদিন কেটে গেছে। বিজয় কোলকাতায় ফিরে এসেছে শুনে পরিতোষ আজ নির্ম্মলাকে বড় মুখ করে বলে যায় "আজ বাপ-বেটায় দেখা হবে কিনা, তাই তোর ছেলেকে একটু সাজিয়ে গুছিয়ে রেখা গেলাম"। আড়ালে নিয়তি হাসে।

বিজয়ের কাছ থেকে অপমানিত হয়ে পরিতোষ যখন শুক্‌নো মুখে ফিরে আসে তখন নির্ম্মলা বলে "এ আমি জানতাম পরিতোষদা তোমার সঙ্গে দেখাও বুঝি করলে না ?"

"দেখা না করলেই বোধ হয় ছিল ভাল—সে তোদের স্বীকারই করতে চায় না—সে আবার বিয়ে করেছে।"

সে রাত্রে নির্ম্মলা ছেলেকে নিয়ে বাড়ী ছেড়ে চলে যায়। চিঠি লিখে সে পরিতোষকে অনুরোধ জানিয়ে যায় যেন তার খোঁজ করবার চেষ্টা না করে, কারণ তার অভিশপ্ত জীবন নিয়ে আর কাউকে সে বিব্রত করতে রাজী নয়। পরিতোষ আবার পাগলের মত ছুটে যায় বিজয়ের কাছে তারপর জমিদারের কাছে কিন্তু সাহায্যের বদলে

সে শুধু পায় অপমানের জ্বালা। জমিদার কিন্তু পরিতোষকে তাড়িয়ে দিলেও গোপনে নির্ম্মলার খোঁজ করবার আদেশ দেন কারণ নির্ম্মলার জন্যে না হোক ছেলেটার জন্যে কোথায় যেন একটু দুর্ব্বলতা জমে উঠেছে মনের গোপন কোণে—হাজার হোক রক্তের টান।

এরা যখন নির্ম্মলাকে খুঁজে পায় তখন সে দুরবস্থার চরম সীমায় পৌছেছে—তার ছেলের মরণাপন্ন অসুখ। জমিদার খবর পেয়ে ডাক্তার আর ওষুধপত্র নিয়ে দেখা করতে এসে বলে "ও ছেলেকে তুমি এ দারিদ্রের মধ্যে বাঁচাতে পারবে না, ওকে আমায় দিয়ে দাও, আমি ওকে মানুষ করে তুলি।

কিন্তু দুঃখ, দারিদ্র্য আর ভাগ্যের উপর্য্যুপরি অত্যাচারে নির্ম্মলা তখন ক্ষিপ্তপ্রায়—সে তাঁদের অপমান করে তাড়িয়ে দেয়। ছেলে তার মরে যাক সে ভাল তবু ওদের নেওয়া ওষুধ পথ্যের বদলে সে বরং বিষ তুলে দেবে তার মুখে।

ভূতগ্রস্তের মত টলতে টলতে জমিদার বেরিয়ে আসেন সেখান থেকে। তাঁর

মেরুদণ্ড আজ ভেঙ্গে গেছে। সূর্য্যশঙ্কর চৌধুরীর জমিদারী কাঠিন্য ভেদ করে বেরিয়ে এসেছে নিতান্ত সাধারণ কোমলপ্রাণ এক বৃদ্ধ।

এদিকে গাঁয়ে তখন বিজয়ের ছেলের অন্নপ্রাশনের সানাই বাজছে। মাধবী এসে বলে "বাবা চল সবাই তোমার জন্য বসে"।

মিনতির সুরে জমিদার বলে "আমার না গেলে হয় না, আমার যেন কেমন ভয় করছে মাধবী, মনে হচ্ছে কোন অমঙ্গল....."

হঠাৎ উৎসবের সানাই ছাপিয়ে "হায়, হায়, গেল গেল" রব ওঠে। খোকাকে নিয়ে ঝি আছাড় খেয়ে পড়েছে। অসহায় শিশুর মত জমিদার চীৎকার করে বসে পড়ে বলেন, "আমি জানতাম—এ আমি জানতাম, মাধবী।"

বহু কষ্টে পরিতোষ যখন নির্ম্মলাকে খুঁজে পায় তখন ছেলের মৃত্যুর শোকে সে প্রায় পাগল হয়ে গেছে। পরিতোষের চোখ ছাপিয়ে কান্না আসে—সে বলে "নিজের অভাগী বোন মনে করে তোমার সেবা করে অন্ততঃ বাকী জীবনটা তোমায় শান্তি দেবার অধিকার আমায় দাও নির্ম্মলা—

"কিন্তু শান্তি ত আমি চাই না পরিতোষদা—আমি শুধু প্রতিশোধ চাই—আমি গ্রামে ফিরে যাব।"

"গ্রামে ফিরে যাবে?"

"হ্যাঁ সুখে স্বচ্ছন্দে নিশ্চিন্ত আরামে যারা দিন কাটাচ্ছে তাদের কাছে গিয়ে নিজের কলঙ্কের কথা নিজে প্রচার করব। জীবন তাদের অভিশাপে বিষিয়ে উঠবে না—স্ত্রী চমকে উঠবে না স্বামীর মুখের দিকে চাইতে—সন্দেহে অবিশ্বাসে বুক তার শিউরে উঠবে না—আমি তাই যাব—এখুনি যাব—আমি প্রতিশোধ চাই·····"

বলতে বলতে সে ছুটে মিলিয়ে যায় রাত্রির অন্ধকারে।

তারপর·····

সঙ্গীত

১। বিজয় ও গ্রাম্যলোকদের গান

(প্রমোদ গাঙ্গুলী, কুমার শচীন দেববর্ম্মন,
সিদ্ধেশ্বর মুখার্জ্জি)

কি মায়া লাগল চোখে
সকাল বেলা।
আকাশে চাহনি তার
যেন মেলা।
মনে হয় চিনি তারে
হৃদয়ের গোপন তারে
খেলে সে অচিন সুরে
কি লুকোচুরি খেলা।

ওরে হায় হায় হায়
তার নাম জানি না পরাণটা যার
সঁপে দিলাম পায়।

•

ওই যায় যায় যায়
পাখী হয়ে যায় উড়ে মন
ওরে কার ইসারায়।

•

খুসী মোর অকারণে
বিলায়ে দি পবনে
জানি না কাহার পানে
ভাসালাম প্রাণের ভেলা।

২। **গ্রাম্য কর্ম্মী যুবকদের কোরাস**

সাগর ছেঁচে তুলবি মাণিক
কাজ কি তাতে আয়না খানিক
সাফ করি এই পুকুর।

মিলবে নাক রতন লক্ষী
শুধুই বওয়া মিছে কক্ষী
গড়িয়ে বেলা হল বুঝি দুপুর
(তবুও) সাফ করি এই পুকুর।

৩। নির্ম্মলার গান

(ছায়াদেবী)

মন কেঁদে ওঠে সুরে
তবু দূরের বাঁশরী
বাজুক বন্ধু দূরে।

*

কাছে এলে যদি ভেঙ্গে যায় ভুল
ঝরে যায় যত আধ ফোটা ফুল
তার চেয়ে থাক স্বপনটি মোর
শূন্য হৃদয় জুড়ে।

*

ধূ-ধূ করা বালুচরে
বিফল আশার বালুকারপুরী
কি হবে বন্ধু গড়ে ?

*

কিছু নাই যার দুয়ারে তাহার
কেন এ মিনতি মিছে বার বার
ডাকিতে ডরাই তবুও যে হায়
ফিরাতে নয়ন ঝুরে।

৪। নির্ম্মলা ও বিজয়ার গান

(ছায়াদেবী ও প্রমোদ গাঙ্গুলী)

অস্তে যদি যাবেই তবে
যাক্ না গো দিন।
কেন বিদায় মেঘের মায়া
মিছেই রঙীন।
ছায়ার পিছে গেল বেলা
ভাঙ্গল এবার ভুলের খেলা
অলস দিনের স্বপনগুলি
হউক বিলীন।

প্রভাত যাহার পাখীর গানে
ছিল মধুর
সাঁঝের হাওয়ায় আবার যে তার
জাগাবে সুর
দিনের যত স্বপন হারায়
পাবে ফিরে রাতের তারায়
অনাদরের মুকুলগুলি
দলগুলি ফের মেলবে নবীন।

৬। অনিমার গান

(শীলা হালদার)

ফাল্গুন বায় আগুন তাহার
গোপন বুকে
রাঙিল বন অশোক শিমুল
কিংশুকে।
সে আগুনের পরশনে
কাঁপে হৃদয় ক্ষণে ক্ষণে
গভীর বেদনা মিশে আছে
গহন সুখে।
আকাশ শুধু ফুলের রঙীন
স্বপন জানে
ঝরাপাতার কাঁদন শুনি
মাটির কানে।
তবু বলি জ্বলুক শিখা
এই জনমের পরম লিখা
বারেক শোণিত রেখায় ফুটে
যাক্ না চুকে।

৫। ব্যাক গ্রাউণ্ড গান

(কুমার শচীন দেব বর্ম্মন)

অবোধ নেয়ে উজান বেয়ে যাও
ভাটির ঘাটে বারেক থেমে
বাঁধবে নাকি নাও।
হেথায় তোমার পরাণ দোসর
চোখের জলে গুনে রাতের প্রহর
বাতাসে তার কাঁদন জাগে
শুনতে নাহি পাও।
তারায় তারায় উজল রাতি
তারি মাঝে একটি করুণ বাতি
তোমার লাগি আছে জ্বালা
বারেক ফিরে চাও।

৭। বুলার গান

(রমলা দেবী)

জানি না কোথায় আছি
রাশিয়া কিংবা রাঁচি
শুধু জানি কাছাকাছি দুজনে।
জানি না দিন কি রাত
হাতে যদি থাকে হাত
কেটে যায় শুধু মধু কুজনে।
রৌদ্র না জ্যোছনা
নাই কোন শোন না—
জানি আলো আছে তার নয়নে।
কালো চোখ কালো চুল
আর সব জানি ভুল
দিন যায় স্বপনের বয়নে।

৮। বুলার গান

(রমলা দেবী)

ঠোঁটের কোনে হাসি বুঝি
নয়ন কোনে জল
শরত প্রাতের আকাশ যেন শিশির ঝলমল।
ওগো পথিক চিনেছ কি
অনাদরের এই কেতকী
আপন কাঁটায় গোপন রহি বিলায় পরিমল।
পথের পরে যেথায় তোমার,
চরণ চিহ্ন আঁকা
সেথায় ধূলি কণায় তাহার হৃদয় রেণু মাখা
কোথায় বল যাবে চলে
মেলেছে সে জলে স্থলে
একটি করুণ মিনতি যে অশ্রু ছলছল।

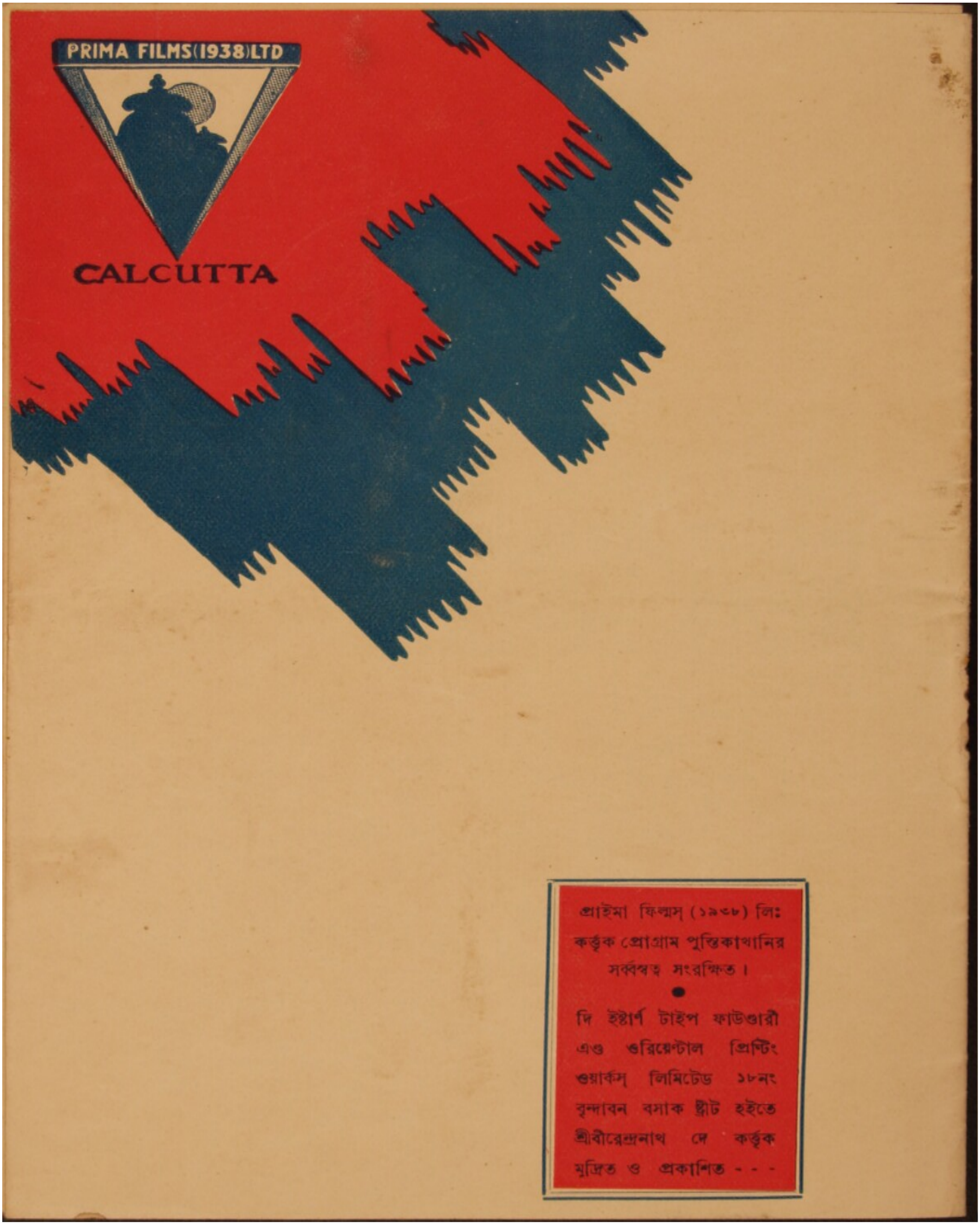

PRIMA FILMS (1938) LTD

CALCUTTA

প্রাইমা ফিল্মস্ (১৯৩৮) লিঃ
কর্ত্তৃক প্রোগ্রাম পুস্তিকাখানির
সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

●

দি ইষ্টার্ণ টাইপ ফাউণ্ডারী
এণ্ড ওরিয়েন্টাল প্রিন্টিং
ওয়ার্কস্ লিমিটেড ১৮নং
বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীট হইতে
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দে কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত - - -